দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১-৬

৩৭ ৩৪

চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—৪

এক মাসেই ১০টি ডাকাতি-ছিনতাই মাদক ও ব্লু ফিল্মের দৌরাত্ম্য

।। আমীর খসরু ও জাফর ওয়াজেদ ।।

চট্টগ্রাম : গত এক মাসেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১০টি ডাকাতি ও দুর্ধর্ষ ছিনতাই হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এ খবর জানাজানি হয়েছে কম। থানা-পুলিশও কেউ করেননি। ছোটখাট ছিনতাই ও চুরির ঘটনাও ঘটছে অসংখ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বিভাগ রাত ৯টার পরে চত্বরে কাউকে ঘোরাফেরা না করার পরামর্শ দিয়েছে। পরামর্শ দিয়ে এই বিভাগ বলেছে, রাত ৯টার পরে কোন অঘটন ঘটলে কর্তৃপক্ষ কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাস করেন এমন একজন শিক্ষক জানান, এই চত্বরে চলাফেরা আর বসবাসের কোন নিরাপত্তা নেই। কিছুদিন আগে একজন শিক্ষকের বাসা থেকে টেপরেকর্ডার নিয়ে যাওয়া হয় অস্ত্রের মুখে। একজন সাবেক প্রক্টরের বাসভবনে চুরি হয়েছে সম্প্রতি। ছাত্রী হলেও চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোর পরিবেশেরও অস্বাভাবিক অবনতি ঘটেছে। এ কারণে সম্প্রতি সিণ্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, হলগুলোতে মদ্যপান, ব্লু ফিল্ম, অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ও দর্শন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

(১০-এর পাতায় দেখুন)

চট্টগ্রাম শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

(১ম পাতার পর)

গ্রহণ করা হবে। মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় মাদক ও ব্লু ফিল্মের সমস্যা কতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিছুকাল আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একজন ছাত্রী লাঞ্ছিত হন। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রীদের গতিবিধি ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে নির্দেশ জারি করা হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বোটানিক্যাল গার্ডেন, নিকুঞ্জ বন, উপাচার্যের বাসভবনের পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ বেশ কিছু স্থানে ছাত্রীদের যেতে বারণ করা হয়েছে।

বেশ কয়েকটি পাহাড়, টিলা আর বন-জঙ্গল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। এরমধ্যে সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে অসংখ্য 'ঝুপড়ি'। এই 'ঝুপড়ি'গুলোর ব্যাপারে অনেকবার আপত্তি উঠেছে। বলা হয়েছে অনেক অসামাজিক কার্যকলাপ আর সশস্ত্র ঘটনার সাথে জড়িত এই ঝুপড়িগুলো। চট্টগ্রামের পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এই ঝুপড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, অস্ত্রধারীদের চাপে এই ঝুপড়িগুলো ভাঙ্গা যাচ্ছে না।

পরিবর্তনের উদ্যোগ, শিবিরের বাধা

বিরাজমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নিয়েছেন। সিনেট সিণ্ডিকেট শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে শতাধিকবার বৈঠক করেছেন তিন বছরে। শিক্ষকরা আকুল আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য। শিক্ষকরা ধর্মঘট করেছেন। ক্যাম্পাস ও শহরে মিছিল করেছেন। উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষপাতমুক্ত হল প্রাধ্যক্ষের দাবীতে তিনজন প্রাধ্যক্ষ পরিবর্তন করা হয়েছে।

সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকরা কেউই নৈরাজ্যপূর্ণ, শিক্ষা পরিবেশহীন বিশ্ববিদ্যালয় চান না। আর এদের সংখ্যাই গরিষ্ঠ। এদেরই প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবির এতে বাধা প্রদান করছে। ধর্মঘট ডাকা হয়েছে পরিবেশ পরিষদ গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। শিবিরের বক্তব্যঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত পরিবেশ পরিষদ সন্ত্রাস বাড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছাত্রসহ সবাই চায় পরিবেশ পরিষদ গঠিত হোক। কিন্তু শিবির ৯টি নাম সর্বস্ব সংগঠন দাঁড় করিয়েছে এর বিরুদ্ধে। সিণ্ডিকেট এসব সংগঠনকে বৈধ বলে মনে করে না।

এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে প্রশাসন ও সচেতন নাগরিকদের সাহায্য কামনা করেছেন।